রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী

ও

"স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্"

• পাঠের প্রাসঙ্গিকতা :—

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি 'স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্' মহাকাব্য। ১৮৫৭ – ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহ-আন্নাহাজারে আন্দোলন পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে এই মহাকাব্যের অবতারণা। দেশভক্ত সেনানায়কগণ ভারতদেশকে স্বতন্ত্রতা প্রাপ্ত করানোর যে প্রকৃষ্ট প্রয়াস এবং তার অপূর্ব ধারাক্রম বর্ণনা প্রসঙ্গেই এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

• পাঠের উদ্দেশ্য : —

১। শিক্ষার্থীগণ আধুনিক যুগের কবি ও তাঁদের রচনা সম্পর্কে সম্যক অবগত হবে।

২। এই মহাকাব্য পাঠের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস জানতে পারবে।

৩। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ও তার তাৎপর্য জানতে পারবে।

৪। বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস জানতে পারবে।

৫। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারবে।

• আচার্য রেবা প্রসাদ দ্বিবেদী :

বাল্যজীবন : —

পণ্ডিত নর্মদা প্রসাদ দ্বিবেদীর সুযোগ্য পুত্র মহা-মহোপাধ্যায় আচার্য রেবা প্রসাদ দ্বিবেদী সংস্কৃত সাহিত্য জগতের একটি অবিস্মরণীয় নাম; সংস্কৃত সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।

মধ্যপ্রদেশের নর্মদা নদীর তীরে সীহোর জেলান্তর্গত নাদনের গ্রামে 22 August 1935 সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং জ্যোতিষাচার্য নর্মদা প্রসাদ দ্বিবেদী এবং মাতা লক্ষ্মীদেবী। নানা সময়ে তিনি 'সনাতন কবি' বিশেষণে বিশেষিত হয়েছেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের কড়া জেলার, পরবর্তীক্ষেত্রে তাঁরা মধ্যপ্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। মাত্র 8 বছর বয়সে তিনি পিতৃমাতৃহারা হন। এরপর তিনি একাকী সংস্কৃত পাঠের জন্য একাকী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন 1950 সালে।

শিক্ষাজীবন : —

বাল্যজীবনে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষাগুরু ছিলেন তাঁর পিতা। তিনি নাদনের থেকে স্কুলশিক্ষা সমাপ্ত করে কাশী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তক্কালীন তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন পণ্ডিত মহাদেব শাস্ত্রী। তিনি সাহিত্যে শাস্ত্রী, 1953 এবং সাহিত্যে 'আচার্য', 1956 সালে সম্মানে ভূষিত হন। তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1957 সালে সংস্কৃত সাহিত্যে M.A. পাশ করেন। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। তিনি 1965 সালে রবিশংকর বিশ্ববিদ্যালয়, রায়পুর থেকে পি. এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি সংস্কৃত অলংকার সাহিত্যে অলংকার ও ধ্বনি প্রস্থানের উপর অনবদ্য গবেষণা কার্যের জন্য ডি. লিট উপাধি লাভ করেন, রানী দুর্গাবতী বিশ্ববিদ্যালয়, জব্বলপুর থেকে।

কর্মজীবন :-

মধ্যপ্রদেশে অধ্যাপনার দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। আচার্য দ্বিবেদী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আজীবন ইমেরিটাস অধ্যাপক (emeritus Professor) হিসেবে নিযুক্ত আছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 1969 থেকে 1995 পর্যন্ত সংস্কৃত বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি এই সময়ে বিভাগের প্রধান (Head) হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি সংস্কৃত বিদ্যা এবং ধর্ম বিজ্ঞান বিভাগের ডিন (Dean) হিসেবে নিযুক্ত হন 1979 - 1989 সাল পর্যন্ত। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের Executive Council এর সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মজীবন শুরু করার আগে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর কলেজ এবং ইন্দোর-এ সংস্কৃত সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। তিনি ভারত সরকারের সংস্কৃত বিষয়ের নীতি নির্ধারণ কমিটির ও সদস্য ছিলেন।

1. Collegiate Branch of Government of Madhyapradesh
   - Lecturer in Sanskrit 1959 to 1965.
   - Assistant Professor in Sanskrit, 1965 to 1970.
2. Faculty of Sanskrit vidya Dharma vijnana, Kashi Hindu Viswavidyalaya.
   - Reader in Sanskrit Sahitya 1970 to 1977.
   - Professor in Sanskrit Sahitya 1977 to 1990. reappointed upto June, 1995.
   - Head of department of Sahitya 1970 to 1990.
   - Dean for 3 terms 1979-81, 1985 to 87, 1987-89.
3. Banaras Hindu University administration.
   - Member, Executive Council, 1980 to 1982

- Member, Academic Council, 1970 to retirement.
- Emeritus Fellowship of the University Grants Commission, Government of India 1990 to 1992.
- Lifetime Emeritus professorship since 1993.

4. <u>Member of various State and National Bodies.</u>

- Central Sanskrit Board. Govt. of India.
- Kalidas Samiti. Govt. of M.P. Bhopal.
- Kalidas Samiti, Vikrama University. Ujjain.
- Sanskrit Samiti, Govt. of Uttar pradesh, Lucknow.
- Sahitya Academy, New Delhi.
- Board of Studies of the University of Aligarh, Raipur.
- Grant-in-Aid Committee, Ministry of Human Resource Development, New Delhi 2005 to 2008.
- Board of Management, Lal Bahadur Sastri Rastriya Sanskrit vidyapeetha. New Delhi 2011 to 2016.

<u>কাব্যরচনা ও অন্যান্য কৃতি</u> :

'সাহিত্যসাধু- হী ব্রহ্মবিদ্যার হৈ' — এই উক্তির উদ্‌ঘোষক আচার্য রেবা প্রসাদ দ্বিবেদী সংস্কৃত সাহিত্যের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহাকবি, নাটককার এবং মনীষযুক্ত, আচার্য দ্বিবেদী কাব্যশাস্ত্র-মর্মজ্ঞ এবং সহৃদয় কবি, তিনি সবসময় সুরসিক বক্তা ছিলেন, বিবিধ শাস্ত্রে তাঁর অপ্রতিহত গতি, তাঁর লেখনীতে আমরা প্রবীন তিনটি রূপ লক্ষ করতে পারি

প্রথমত: তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি, দ্বিতীয়ত: সংস্কৃত-কাব্যশাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন সিদ্ধান্তের প্রবর্তন, তৃতীয়ত: অতীত সাহিত্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ।

মহাকাব্য, কাব্য, নাটক মিলে নিজস্ব সৃষ্টি ১৭টি।

<u>মহাকাব্য</u> : উত্তরসীতাচরিতম্, স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্, কুমারবিজয়ম্।

<u>কাব্য</u> : শতপত্রম্, প্রমথং, শ্রীরেবাভদ্রপীঠম্, সংস্কৃতরত্নাকরম্, প্রতীক্ষা, কংগ্রেসপরাভবম্, কবিধুমম্, মতানুদ্রম্, করুণা, অব্দানলতিকা, অমরীকবিত্বম্ ইত্যাদি।

<u>নাটিকা</u>: যূথিকা, সপ্তর্ষিকংগ্রেসম্,

<u>নবীনশাস্ত্রগ্রন্থ</u> : কাব্যালংকারকারিকা, নাট্যানুশাসনম্, অলম্ ব্রহ্ম, সৌন্দর্যশতকালিকা, সাহিত্য-শারীরকম্।

<u>অতীতসাহিত্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য</u>:

কালিদাস গ্রন্থাবলী, কালিদাসশব্দানুক্রমকোশং, কালিদাস মানবনিলয়ী মহাকবি রঘুবংশমহাকাব্যম্ ইত্যাদি প্রায় ৩২ টি গ্রন্থ।

<u>কথা</u> : ত্রিবেণী, কৌমুদী, কস্য দোষ:।

<u>মনোগ্রন্থ</u>: আনন্দবর্ধন, ভারতীয় কাব্যসমীক্ষা মে অলংকার সিদ্ধান্ত। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র কা আলোচনাত্মক ইতিহাস।

<u>হিন্দীভাষ্য</u>: ব্যক্তিবিবেক, অলংকার সর্বস্ব তথা অলংকারবিমর্শিনী, অভিনবভারতী, শব্দব্যাপারবিচার:,

<u>সম্পাদন</u> : আনন্দবর্ধন, মহিমভট্ট, হেমচন্দ্র প্রভৃতি আচার্যের

আচার্য দ্বিবেদীর প্রায় ১১০টি শোধপ্রবন্ধ হিন্দী, ইংরেজী এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। 'সত্যনারায়ণ ব্রতকথা', 'শিবমহিম্নস্তোত্রম্' তাঁর লোকপ্রিয় গ্রন্থ যার হিন্দী অনুবাদ ও পাওয়া যায়।

সম্মান এবং পুরস্কার :

সংস্কৃত সাহিত্যে উৎকৃষ্ট সেবার জন্য অনেক পুরস্কার এবং সম্মান প্রাপ্ত হয়েছেন। যথা- রাষ্ট্রপতি পুরস্কার. পী. বী. কানে স্বর্ণপদক পুরস্কার, বাচস্পতি পুরস্কার, শ্রীবাণী অলংকরণ পুরস্কার ইত্যাদি, নিম্নে তাঁর প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পুরস্কারের তালিকা প্রদান করা হল।

International Awards :

1. Mahamahopadhyay P. V. Kane Gold Medal. The Asiatic Society of Mumbai. 1983.
2. Honorary Fellowship. The Asiatic Society of Mumbai. 1995.
3. Srivani Alamkarana by Ramkrishna Jayadayal Dalmia Shrivani Nyas. New Delhi, 1999.
4. Vishwabharati Award, Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow. 2005.

National Awards :

1. Certificate of Honour by President of India, Honorable Neelam Sanjeev Reddy in 1978: the highest literary award for life time achievement in Sanskrit.
2. Sahitya Akademi Award, Sahitya Academi, New delhi, 1991.

3. Kalpavali Puraskar, by Bharatiya Bhasa Parisad, Calcutta. 1993.
4. Vacaspati Puraskar, by K.K. Birla Foundation, New Delhi, 1991.
5. Honorary Emeritus Fellowship, by University Grant Commission. New Delhi, 1991-1993.
6. Rastriya Sanskrit Veda Vyasa Puraskar of 2005, conferred by University Grants Commission, New Delhi, 2010.
7. Nana Saheb Peshwa Dharmika and Adhyatmika Puraskara, Devadeveshvara Sanathana, Pune 2010.
8. Maharsi Vedavyasa Samman, Delhi Sanskrit Academy. New Delhi, 2012.
9. Kabir Samman, Highest Literary Honor of Govt. of Madhyapradesh, Ministry of Culture for outstanding contribution to Indian Poetry, awarded by India's President Mahamahim Ramnath Kovind, Bhopal, 2017.
10. Etc

State and Local Awards:

1. Four times Sahitya Puraskara, Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan. Lucknow, 1975, 1979, 1980, 1982.
2. Two times Mitra Puraskara, Madhyapradesh Sahitya Parisad, Bhopal. 1965, 1971,
3. Valmiki Puraskara, Uttar Pradesh Sanskrit Samsthan, 2004.

Honorary Titles:

1. Sahitya Ratna from Jagadguru Shankaracharya of Kanchi peetha Swami Jayendra Sarasvati, 2010.
2. Pandita Ratna from Shri Ramabhadracharya vikalanga vishvavidyalaya, chitrakuta, 2008.
3. Ratna Sadasya, the highest honorary fellowship of Kalidasa Sanskrit Akademi, Ujjain 2007.
4. Mahamahopadhyaya by Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad, 2003.
5. Etc.

বিভিন্ন রচনা এবং আচার্য দ্বিবেদী :

সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও সুরভারতীর উপাসক আচার্য দ্বিবেদী দ্বারা রচিত 'উত্তরসীতাচরিতম্' এবং 'স্বাতন্ত্র্যসংভবম্' সংস্কৃত-কাব্যসাহিত্যে এক মহত্ত্বপূর্ণ রচনা। দুটি মহাকাব্যই চরিত্র বর্ণন এর সঙ্গে সম্পর্কিত, 'উত্তরসীতাচরিতম্' মহাকাব্যে সীতার উজ্জ্বল চরিত্র কে অনুচিত কল্পনা লোক থেকে বিশেষরূপে উদ্ভাসিত করা হয়েছে। এখানে রাষ্ট্রদেবীরূপে সীতার গরিমাময় চরিত্র অংকন করা হয়েছে। সীতা আর্য সংস্কৃতির-প্রতীক। সীতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবির ইঙ্গিত- কবি নিজের সময়, যুগ ও সমাজের মীমাংসা করেছেন।

দ্বিতীয় মহাকাব্য "স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্" এ স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক রাজনেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামীর দেশপ্রেম থেকে সংচালিত কার্যকলাপ দ্বারা অপ্রত্যক্ষ রূপে অনেক চরিত্রের উদ্ঘাটন করেছে। এই প্রস্তুতি বিশুদ্ধ সাহিত্যিক শৈলীতে নিবদ্ধ এক রোচক এবং সরস

বর্ণনাত্মক ঐতিহাসিক মহাকাব্য।

কালিদাস বাঙ্ময়ের মর্মজ্ঞ আচার্য দ্বিবেদী তাঁর আপন কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর সম্বন্ধের রেখা অংকন করেছেন। প্রকৃতির জীবন স্পন্দনের সঙ্গে মনুষ্য জীবনের ওতপ্রোত সম্পর্ক এবং প্রাণাত্মক সম্বন্ধের সুন্দর চিত্র অংকন করেছেন তাঁর লেখনীতে।

আচার্য দ্বিবেদী প্রণীত স্তোত্রকাব্যে দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে গম্ভীরতার মণিকাঞ্চন যোগ দেখতে পাই। ১৯৬৪ এ প্রকাশিত স্তোত্র 'প্রতিমা' তে ভক্তের শিশুসুলভ আকুলতা এবং জননীরূপা উমাদেবীর মহিমা সুন্দর ভাবে ফুটে তুলেছেন।

তাঁর 'যূথিকা' নাটিকাটি মহাকবি শেক্সপীয়র এর 'Romio and Juliet' এর ওপর আধারিত। ভারতীয় কবি 'যূথিকা' নাটিকাতে প্রত্যুৎপন্নস্ফূর্তি দ্বারা শেক্সপীয়র এর নাটককে নব আঙ্গিকে উপস্থাপনা করেছেন। "শতপত্রম্" স্তবকাব্যে কবিতার বিষয় রূপক অলংকারের দ্বারা নিরূপিত হয়েছে। "রেবাভদ্রপীঠম্" কাব্যে নর্মদা নদীর স্তব স্তুতি করা হয়েছে। এই কাব্যে ১৫০ টি পদ্যে নর্মদা নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈভব এবং রেবাঞ্চলের গ্রাম্যজীবন সুন্দর ভাবে সংচিত্রণ করেছেন।

• স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্ •

"স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্" আচার্য রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী 'সনাতন' দ্বারা রচিত একটি মহাকাব্য। 75 সর্গাত্মক ৬০৬৪ শ্লোকসমন্বিত এই মহাকাব্য। ১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ২০১১ ভ্রষ্টাচার বিরোধী আন্না হাজারে আন্দোলন পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাস এখানে বর্ণিত হয়েছে। ৬০০০ মহাকাব্যগত ইতিহাস পণ্ডিত মোতীলাল নেহেরু পর্যন্ত বর্ণনা (১ – ১৩ সর্গ) শব্দপ্রমাণের দ্বারা আশ্রিত হয়ে উপস্থাপন করেছেন। ১৪ – ৭৫ সর্গ পর্যন্ত ইতিহাস কবির জীবৎকালে ঘটিত ঘটনার ওপর আধারিত।

ইতিহাস আশ্রিত গ্রন্থ হওয়ার কারণে এখানে ঘটনাকে পরম্পরা ক্রমে সাজিয়েছেন। এখানে বর্ণিত ঘটনাগুলি অধিকাংশ সমাচারপত্র এবং দূরদর্শন দ্বারা প্রসারিত। এই মহাকাব্যের ১-২৮ সর্গে বর্ণিত অংশে আচার্য দ্বিবেদীকে ভারতের অনেক পুরস্কার প্রাপ্ত হতে সাহায্য করেছে।

'স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্' মহাকাব্যের 'স্বাতন্ত্র্য' শব্দের অর্থ মোটেই যা শৈবশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। স্বাতন্ত্র্য; কাশ্মীরের শৈবদর্শনে মোক্ষের জন্য প্রযুক্ত পারিভাষা যার কারণ প্রত্যেক জীবাত্মা শিব এবং তা হওয়া সত্ত্বেও শিব থেকে ভিন্ন প্রতিভাসিত হয় এবং প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা পুনঃ 'স্বঃ স্বরূপ' কেই প্রাপ্ত করে নেয়। স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধি হল ভারতীয় তন্ত্রের উল্লেখ যোগ্য সিদ্ধি। স্বাতন্ত্র্যতার দ্বিতীয় অর্থ হল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। "স্বাতন্ত্র্যস্য সংভবঃ যস্মিন্ মহিমাতিশয়শ্চ যত্র বর্ণিতঃ তৎ কাব্যম্ স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্"। অর্থাৎ দেশভক্ত সেনানায়কগণ দ্বারা দেশকে স্বতন্ত্রতা প্রাপ্ত করানোর জন্য যে প্রবল প্রয়াস এবং তার মহিমাতিশয় অপূর্ব পরাক্রমের বর্ণনা যে গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে সেই গ্রন্থ হল 'স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্'। এই গ্রন্থে একদিকে যেমন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে আবার অপর দিকে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ মোক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই মহাকাব্যে মহর্ষি অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মোক্ষ লাভ করেছেন এরূপ দেখানো হয়েছে।

আচার্য দ্বিবেদী এই গ্রন্থকে অলংকরণ করার জন্য এবং সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য যথেষ্ট প্রযত্ন করেছেন। অতএব এই মহাকাব্যটি শুধু ঐতিহাসিক গ্রন্থ না হয়ে ঐতিহাসিক শৈলী যুক্ত কাব্যগ্রন্থ হয়েছে।

স্বয়ং আচার্য দ্বিবেদীর এই মহাকাব্য বিষয়ে দৃষ্টিকোণ শুনুন —

"ঝাঁসীশ্বরী লক্ষ্মীবাইপ্রভৃতয়ো ক্ষত্রিয়দামিনী মিলিত্বা গান্ধিনেতৃত্বেন আসন্ ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্র্যপ্রাপ্তিকৃতে যদঘটিত তদেবাত্র বস্তু। অন্যানি প্রাসঙ্গিকানি মনুষ্যসংস্কারস্যৈব, নৈতিহ্যস্য। অতএবাত্র কবিত্বৈব প্রবীণতা, কবিকর্মণো বা সা পরাকাষ্ঠা- যৎ স্বল্প পুরঃস্থিতি, তাস্মিন্ রসস্রোতঃ সংহাদ্যা অবধীলেন।

"লক্ষ্মীন্দিরাতত্ত্বমুখী পাঠিকেক্ষিতায়াঃ স্বাতন্ত্র্যসম্ভবকথা
ত্রিদশাপগায়াঃ।
অস্যাং স্বরূপ রসসেবনয়া ত্রিমূর্তেঃ ক্লেশাঃ দূরীকৃতা ভবন্তু
মনীষিমুখ্যাঃ॥"
(স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্ – ০১/৫৩)

এই মহাকাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করে জে. কে. ডব্লু ন্যুমেন মহোদয় বলেছেন — "An epic is a compromise between Poetry and history."

এই মহাকাব্যের প্রারম্ভে আচার্য দ্বিবেদী তিনটি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করতে গিয়ে শিব-পার্বতীকে প্রণাম জ্ঞাপন করেছেন —

"ওঁ বন্দে পরমেশস্য শিরঃস্থামৈন্দবীং কলাম্।
প্রপূর্ণ স্মরণীমূর্ধ্নে ললাটচন্দ্রং জুহোতি যা ॥ ১ ॥
পাদপদ্ম যুগ্মমীতিং শিবয়োঃ পরয়োঃ স্তুবে।
সর্ববিদ্যামিমাং যেনাহমিলিখেয়মিত্যতি পাদযুগ্মঃ ॥ ২ ॥
স্বাতন্ত্র্য- নমস্তুভ্যং যস্যানুপ্রতিযোগিনৌ।
শিবৌ; মূর্তালম্বস্য মম চক্রাম্বুজস্মৃতী ॥ ৩ ॥"

এই মহাকাব্যে মহাত্মা গান্ধী, লক্ষ্মীবাই, কমলানেহেরু, মোতিলালনেহেরু, লালবাহাদুরশাস্ত্রী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর

জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রায় ১৫০ বছরের ভারতীয় রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সম্পর্কেও আচার্য দ্বিবেদী খুব গুণে, প্রামাণিকতার সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই মহাকাব্যে কাশী এবং প্রয়াগ এর বর্ণনা তীর্থোচিত মহিমার সঙ্গে করা হয়েছে।

এই মহাকাব্যের সর্গনামকরণ এর দ্বারা ঐ সর্গের লেখনের উদ্দেশ্য বা বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন কবি। যেমন – প্রথম সর্গের নাম – নীতিকারবন্ধঃ, 2 সর্গ – স্বাতন্ত্র্যসংকল্পোদয়ঃ, ৩য় সর্গের নাম – গণবিদ্রোহঃ, ৪র্থ সর্গের নাম কমলনরিস্তুহঃ, ৫ম সর্গের নাম – কমলদোহদঃ, ১০ম সর্গের নাম – ভারতবিভাজনম্ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়সর্গে আচার্য দ্বিবেদী ভারতীয় স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর সম্পূর্ণ জীবনেতিহাস তুলে ধরেছেন। কবি লক্ষ্মীবাঈ এর অনেক অদ্ভুত কার্য উপস্থাপনের কারণে তাঁকে লক্ষ্মীর অবতার, কামধেনু, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন।

এই মহাকাব্যের শেষ চার শ্লোকে কবি শান্তিপাঠ করেছেন যা খুবই বিলক্ষণ এবং অনুপম। তার মধ্যে অন্যতম –

"শান্তির্লতা, ফলতি তত্র মহীপ্রসূনৈঃ,
শান্তিঃ প্রসূনমিহ বিশ্ব মধুস্তবেষু।
শ্লোকত্রয়ীমন্ত ততঃ সমুদিত্বরাণি,
সৌভাগ্যমূল্যানি, বহুত্রিমামিদানীম্ ॥"

এই মহাকাব্যের ভাষা সরল এবং মনোরম। কাব্যের অধিকাংশে ভাগে ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মিক ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক 'স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্' বিংশশতাব্দীর এক শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।

স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্ : দ্বিতীয়সর্গঃ

স্বাতন্ত্র্যসংকল্পোদয়ঃ।

বন্দামহে পদ্মদলাভিরূপাঃ পক্ষ্মপ্রলম্বাঃ কবিনায়কানাম্।
বিবর্ততে যুগ্মতয়া স্বয়ং যৈ পাদাশ্রিতা কাঞ্চন সূক্তিদেবী॥ ১॥

অনুবাদ : হে সূক্তিদেবী (সরস্বতী, বাক্ দেবী) যাঁর উপর আশ্রয় করে স্বয়ং পরিবর্তিত হয় এমন (অর্থপ্রদায়ক) কমলদলরূপী পক্ষ্মশালী যুক্ত কবিদের নায়ক বিনায়ক (শ্রীগনেশ) কে আমরা প্রনাম জ্ঞাপন করি অর্থাৎ কবি প্রনাম করছেন।

নমামি তাং নির্ঝরিণীং কবীনামাকাশগঙ্গাং নু বিশুদ্ধমুগ্ধাম্।
যৎকুক্ষিসূতাক্ষরপদ্মমালাং বাগ্দেবতা শ্রীরিব মূর্ধ্নি ধত্তে॥ ২॥

অনুবাদ : আমি কবিদের সেই বিশুদ্ধ মুগ্ধ নির্ঝরিনী আকাশগঙ্গা (বাক্‌দেবী) কে প্রনাম জ্ঞাপন করি যিনি সরস্বতীর কুক্ষিসূত অক্ষরমালার রূপী বালেশ্বর কে আনন মস্তকে ধারন করেন অর্থাৎ ঐ সরস্বতীর পুত্রকে আমি নমস্কার করি যিনি দেবী সরস্বতীর সমান কমলসদৃশ অক্ষরমালাশ্রী থেকে সম্পন্ন।

তাং কালকালীমথ রাত্রিরাত্রিং নমো হৃদা কাঞ্চন কালরাত্রিম্।
হিরণ্যগর্ভপ্রিয়মপ্রসূতে যা পুষ্পলক্ষ্মীং নু বসন্তলক্ষ্মীঃ॥ ৩॥

অনুবাদ : এর পর আমি সেই কালরাত্রি কে হৃদয় থেকে প্রনাম জ্ঞাপন যিনি কালের থেকেও ভয়ংকালী, হিরণ্যগর্ভ রাণী শ্রী কে উৎপন্নকারী সেই পদ্মা (পদ্মাসনশোভিতা) যিনি নিশ্চিত রূপে বসন্তলক্ষ্মী।

তামেব কান্তিমনু কালরাত্রিং শ্রীদেবী কুক্ষিস্ফুটে স্ফুরন্তীম্।
গোপাঙ্গনাচীরহরো মুরারিঃ স্মরারি সাক্ষ্যে পরিস্ফুটীতি।। ৪।।

অনুবাদ :— আমি সেই কালরাত্রিকে প্রণাম জ্ঞাপন করি, যিনি গোপীদের চীর হরনকারী শ্রীদেবীর কোলে উৎপন্ন হওয়া কামদেবের শত্রু মুরারি (শ্রীকৃষ্ণ)-র জন্মের সাক্ষী ছিলেন।

চরাচরস্থাবরজঙ্গমাদ্যৈঃ বিভজনাখ্যাং প্রকৃতিং নুমস্তাম্।
ক্বিপ্প্রত্যয়ার্থাভিবসায়ভূমির্দ্ধ্বান্তানি যা সংশ্রয়তে ন নাস্তিম্।। ৫।।

অনুবাদ :— আমি বিভজনা নামক সেই প্রকৃতিকে প্রণাম করি যার ক্রোড়ে সমস্ত চরাচর, স্থাবর, জঙ্গম, অগুন-সগুন ক্বিপ্ প্রত্যয়, অর্থ, অভিবসায়, ভূমি ইত্যাদি অবস্থিত আছে। তথায় বস্তুসকল ভেদাত্মক হওয়ার সত্ত্বেও অভেদাত্মক রূপে প্রতীত হয়— অর্থাৎ নানা-রূপাত্মক সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতিকে কবির প্রণাম।

পঞ্চপ্রনামীঃ দধতে করাগ্রে জংঘাং জবিষ্টাং প্রসাদে সগুল্মকাম্।
বক্ষশ্চ শৈলং চ ভুজদ্বয়ীং চ ভিত্তয়তে কর্মবিধৌ! নমস্তে।। ৬।।

অনুবাদ :— যার করাগ্রে— পাঁচ প্রণামযুক্ত সরস্বতী বাস করে, সেই লক্ষ্মীদেবীকে নমস্কার করি। যার পুষ্ট-সগুল্ম (লতা) সদৃশ পুষ্ট জংঘা, বক্ষস্থল, মস্তক এবং দুটি হাত কর্মের বিস্তার করে অর্থাৎ কর্ম করার জন্য প্রেরিত করে।

আ-দক্ষিণাব্ধিপ্রসরঃ সুমেরোর্মূর্ধ্নি স্থিরং ব্যাপ্য সমুল্লসন্তং।
অব্ধিত্রিবেণীপ্রণতাঙ্ঘ্রিমূলং বন্দামহে ভারতবর্ষবিভুম্ ॥৭॥

অনুবাদ :— দক্ষিণে সাগর থেকে শুরু করে উত্তরে সুমেরু পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতভূমিকে আমি প্রণাম জ্ঞাপন করি। এই ভারতভূমি তিনদিক সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত যেন মনে হয় তারা ভারতভূমির চরণ প্রক্ষালন করছে। আর উত্তরে সুমেরু পর্বত যেন তার মস্তক।

বৈদেশিকব্যাধিশিলীমুখেষু লাজপ্রবর্ষেষ্বিব সঞ্চরন্তঃ।
রাষ্ট্রং নিজং যে পরিপুরত্যমীভ্যো নমো নমো বীরকুমারকেভ্যঃ ॥৮॥

অনুবাদ : এমন বীর রাষ্ট্ররক্ষক বীর সেনানীগণকে আমি নমস্কার করি যাঁদের জাগরুকতা এবং কর্তব্যপরায়ণতার কারণে বিদেশী ব্যাধি (বিদেশী আক্রমণকারীরা) আমাদের দেশে প্রবেশাধিকার পায় না। বাইরে বাইরেই ভ্রমণ করে যেমন বিয়ের সময় বর-বধূ অগ্নির চারদিকে প্রদক্ষিণ করে।

পাদদ্বয়ীচারিণঃ শরীরিণঃ প্রাণিনঃ নমস্যঃ ত্বং ননু পুরুষোঽসি।
নির্মলরূপে মনিদর্শনেঽস্মিন্ প্রকাশিতস্ত্বং হি সদা শিবোঽসি ॥৯॥

অনুবাদ : হে দ্বিপদী, শরীরী প্রাণী, শিব! তুমি নিশ্চিত জ্ঞান পুরুষ, তোমাকে নমস্কার করি যেমন নির্মলরূপে এই মনিদর্শনে প্রকাশিত তুমি সদাশিব।

ত্বমষ্টমূর্তের্যজমানমূর্তিস্ত্বং ত্রিমূর্তিস্ত্বমসু ত্রিলোকনাথঃ ।
হে শান্তিসংগরবীর! মানবাত্মনৃষের প্রস্থ ত্বমসি প্রকৃত্যা॥ ১০॥

অনুবাদ :- হে শান্তিসংগরবীর! তুমিই অষ্টমূর্তিতে যুক্ত যজমানরূপ মূর্তি, তুমিই ত্রিমূর্তি, তুমিই ত্রিলোকনাথ, তুমিই মনুষ্য থেকে ভিন্ন অঘোর এবং তুমিই প্রকৃতি পুরুষ রূপি মানবের আত্মা।

মনুষ্যভাষ্যা গিরিরাজকন্যা তপশ্চরিষ্ণুঃ পুনরস্তু প্রয়াতি।
অপর্ণাতামেষ্যকৃতো মুনীনাং স্মরস্য তং প্রীণয়িতুং শিবস্ত্বম্॥ ১১॥

অনুবাদ : সেই তুমিই শিব, যাঁর দ্বারা মনুষ্যরূপধারী গিরিরাজকন্যা, তপস্যাতে লীন, নিজ তপস্যাতে শিবকে প্রসন্ন করতে ইচ্ছুকারী, শিবকে প্রেম করতে ইচ্ছুক, শিবকে পতি রূপে প্রাপ্ত করার হেতু পাকা পাতা বা গাছ থেকে পড়া পাতা না খেতে ইচ্ছুক পার্বতীকে তপস্যা থেকে বিরত করার হেতু ব্রহ্মচারী রূপ ধৃত হয়েছিল। আবার পুনরায় তাঁকে তপস্যা করতে উদ্যত দেখার হেতু স্বীকৃত করো।

ত্বং সাংখ্যযোগী ত্বমু কর্মযোগী ত্বং ভক্তিযোগী পুরুষোত্তমস্ত্বম্।
কিং কেন কস্মৈ স্বহিতায় কার্যমিত্যর্থনিনী তিমধ্যে মনীভ্রম্॥ ১২॥

অনুবাদ : তুমিই সাংখ্যযোগী, তুমিই কর্মযোগী, তুমিই ভক্তিযোগী, তুমিই পুরুষোত্তম। কি, কার দ্বারা, কিসের জন্য? তুমি নিজের মঙ্গলের জন্য যজ্ঞাদি কার্যের নিশ্চয় করেছ কেননা তুমি সর্বত্যাগী পরমেশ্বর।

তুমিই যজ্ঞ, তুমিই যজ্ঞকর্তা, তুমিই যজ্ঞেতে হবি স্বীকার কর। তুমি ছাড়া অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

ত্বং-হৈব সুবর্ণাসি হিরণ্যবর্ণা ত্বং সংবিদো হ্লাদগুণো রসোঽসি।
ত্বমেব বিম্বস্য পরাৎপরস্য ছায়াময়ঃ যস্য বিশ্বহেতুঃসি।। ১৩।।

<u>অনুবাদ</u>:- তুমিই সুবর্ণ, তুমিই হিরণ্যবর্ণ, তুমিই সংবিদ এবং হ্লাদ-গুণযুক্ত রস ও তুমি। পরমপুরুষ ছায়ারূপ প্রতিবিম্ব তেও তুমি। এই সম্পূর্ণ সংসার তোমারই বিগ্রহ রূপ প্রতিফলিত।

ত্বমিক্ষুদণ্ডোঽসি জগৎসবিত্র্যাস্তস্যাঃ করাগ্রোমুলালাল্যমানঃ।
ত্বমেব তস্যাঃ খলু পুস্তকস্য সিদ্ধান্তভূতোঽসি পরার্থমর্থঃ।। ১৪।।

<u>অনুবাদ</u>: জগন্মাতা সাবিত্রীর ইক্ষুদণ্ড তুমি-ই, যিনি নিজ হাতে জগতের পালন-পোষণ করেন। পুস্তকে বর্ণিত সিদ্ধান্তভূত এবং তাঁর পরার্থরূপে তুমিই অর্থাৎ তোমার দ্বারা কেবল মাত্র মন-ও বাক্যের দ্বারাই নয় কর্মের দ্বারাও নিজ সিদ্ধান্তকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে।

চিন্তামণিদ্বীপতটেঽসি নীপে শুকোঽসি মাতুঃ স্তবনে নদীষ্ণুঃ।
বিতর্দিকায়ামিহ রত্নময্যাং নৃত্যন্ ময়ূরীদয়িতোঽপ্যসৌ ত্বম্।। ১৫।।

<u>অনুবাদ</u>:- চিন্তামণিদ্বীপ নামে যেখানে পাহাড়ের তলদেশে বসে অথবা কদম্ব বৃক্ষোপরি বসে মাতার স্তুতি করা শুক পাখি তুমি-ই। আবার রত্নময়ী বেদীতে নৃত্যরত ময়ূর-ময়ূরী ও তুমি।

দ্বিধাবিভক্তাবপি নির্বিভাগৌ পুমাংশ্চ যোষিচ্চ তবৈব ভাগৌ।
তয়োর্দ্বয়োর্দ্বৈতময়ী বিভূতির্বিভূতিযোগঃ খলু বিশ্বলক্ষ্ম্যাঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ :- স্ত্রী এবং পুরুষ অর্ধনারীশ্বর রূপে দুটি ভাগে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও নির্বিভাগ ঐ দুজনের দ্বৈতময়ী রূপ বিভূতিযোগ জগতের প্রসিদ্ধ। সেই রূপই বিশ্বলক্ষ্মীর বিভূতিরূপ।

জিনোঽসি দেব ত্বং স হি শং প্রবুদ্ধো বুদ্ধোঽস্যসৌ ত্বং হি তথোপি যাসি।
আবিষ্টমার্গান্তরদেশিকাত্মা সাক্ষাদসি ত্বমেবাসি সনাতনাত্মা ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ :- তুমিই জিন, তুমিই চৈতন্য, তুমিই প্রবুদ্ধ এবং তুমিই বুদ্ধ, তুমিই বর্ধমান (জৈনধর্মের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর) তুমিই গৌতম বুদ্ধ (বুদ্ধধর্মের প্রবর্তক)। এই দুই মার্গ অতিরিক্ত আবিষ্টমার্গ সনাতন ধর্মের আত্মাও তুমি।

ত্বং বর্ধমানোঽসি জিতান্তরাত্মা যজ্ঞানযোগী ত্বমসি প্রবুদ্ধঃ।
ত্বং হৈ দুকূলোঽসি ধৃতঃ শিবাভ্যাং স হংসযুগ্মঃ পাণিনীতি মহোৎসবম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ :- তুমিই বর্ধমান, অন্তরাত্মার উপর বিজয় প্রাপ্ত হওয়া যোগী গৌতম বুদ্ধও তুমি। বিবাহের সময় শিব-পার্বতী দ্বারা ধৃত হংসযুগল চিহ্নিত বসনও তুমি। অতএব যুগল অর্ধনারীশ্বর স্বরূপ তোমাকে আমার প্রণাম।

পাথোধির্বিনাম্বরচরায়মণী! ধৌম্যী চরিষ্ণো! সলিলভ্রমিষ্ণো।
কিং কিং স যন্মে ন নিজাধিকারং প্রমত্তচিত্তস্তু মুনেহনৈষি॥ ১৯॥

অনুবাদ :- বিনা পাখনাতে অভ্র আকাশে বিচরণকারী, ধরণীতে গমনকারী, জলে ভ্রমণকারী যমন যমকে ধিক্কার— যে আপনি অধিকার/কর্তব্য ভুলে গিয়ে প্রভু দ্বারা শাসিত হয়েছিল।

নিত্যপ্রবৃত্তে, স্মর নু, সৃষ্টিযজ্ঞে হে ধূনীতে নিশিতাশনস্ত্বম্।
সজ্জা সদা তিষ্ঠতি তং বরীতুং কৃতান্তদংষ্ট্রাপি করালকায়া॥ ২০॥

অনুবাদ :- ওহে শিব! স্মরণ করুন, আপনি সর্বদা সৃষ্টিরূপযজ্ঞ কার্যে অর্থাৎ রচনাকর্মে ব্যস্ত থাকেন। মৃত্যু সর্বদা আপনাকে বরণের জন্য উৎসুক থাকে। সৃষ্টিযজ্ঞে যদি কেউ যজ্ঞদ্বেষী থাকে তো যমরাজ তার করাল দাঁত দ্বারা তাকে ধ্বংস করবার জন্য তৎপর হয়।

ন ভূমিজন্মা ন চ দেবমর্ত্যধুরন্ধুরা কাম্যঃ পুরুষোত্তমস্য।
ত্বৎসৌখ্যমার্গপ্রবিবিরঞ্চায়াঃ তৌ তৌ খমেলসি তদেষু ভূমিঃ॥ ২১॥

অনুবাদ :- হে পুরুষোত্তম আপনার দ্বারা কোন কিছুই কাম্য নয়— না ভূমিজাত না দেবমার্গ। আপনার সৌখ্যনির্মাণ— দেবমার্গ এবং ভূমিজাত এর দুজন কারো? এর দুজন তো আপনিই, আপনার সৌখ্যভোগের কারণে আপনার থেকে পৃথক আর কিছুই নেই।

আনন্দমার্মিকসমুদ্র এষ ত্বয্যেব নিত্যং হি জরীজৃম্ভীতি।
কস্তুরিকাং নাভিগতাং অবগন্তুমস্মান্ মৃগস্তুরং ন হ বেবেত্তীমি ॥ 22 ॥

অনুবাদ :- আনন্দকন্দ ভগবানের অমূল্যমূল্য সমুদ্র তোমার মধ্যেই নিহিত আছে। কিন্তু যেমন ভাবে কস্তুরী মৃগের নাভীতে কস্তুরী থাকে আর মৃগ কস্তুরীর খোঁজে এদিক ওদিক খুঁজে বেড়ায়। পরন্তু তুমি ঐ রূপ মূঢ় নও। এরূপ বলার তাৎপর্য এই যে তোমার মধ্যেই সবকিছু নিহিত আছে, তুমি সবার মধ্যে সর্বত্র উপস্থিত আছ। তুমি ছাড়া কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

ইত্যাদিশন্তীব তরঙ্গহস্তৈর্ভাগীরথী যত্র মনুষ্য সৃষ্টৌ।
লক্ষ্মীশিবাভ্যাং বরিবস্যমানঃ স্তুতেতরাং হরিহরং শরীরম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ :- তরঙ্গরূপী হাতের দ্বারা আদেশ দিচ্ছে এমন ভাগীরথী, যেখানে মানুষের সৃষ্টিতে লক্ষ্মী শিবের জন্য হরিহর রূপ বিগ্রহ প্রদান করে থাকে।

সা বিশ্বনাথস্য পুরী বিশালা গীর্বাণবাণীকলিতালবালা,
মোক্ষপ্রসূঃ কল্পলতেব সাক্ষাদ্ধৃতৈশ্চ হংসৈশ্চ বৃতপ্রবালা ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ: এটি বিশ্বনাথের বিশাল নগরী, যা মোক্ষপ্রদায়িনী এবং কল্পলতার সমান। এখানে সর্বদা গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হয়। এই নগরী দিন-রাতে সমৃদ্ধ। এখানে হংসশ্রেণী হীরে মোতির সমতুল্য।

অস্যাং সদা জাগ্রতি হন্ত তিস্রস্ত্রিমার্গানির্ঝরিণ্যহ গঙ্গাঃ।
ভাগীরথী চামরভারতী চ স্বাতন্ত্র্যদাত্রী করুণা চ শম্ভোঃ ॥২৫॥

অনুবাদ :- শিবের এই নগরীতে সর্বদা ত্রিমার্গগামিনী গঙ্গার প্রবাহিত হয়। এটি পূতসলিলা ভাগীরথী, অমৃতভারতী সংস্কৃত আর শিবের অশেষ করুণা। তিনটি-ই স্বাতন্ত্র্যপ্রদায়িনী।

ছাত্রালয়া ভূতসমস্তগেহা বিদ্যালয়ায়ন্তি হি যত্র রথ্যাঃ।
কাশী ন সা কাপি পুরী পুরাণী স বিশ্ববিদ্যালয় এব মুক্তেঃ ॥২৬॥

অনুবাদ :- এই কাশী নগরী বিদ্যালয়ময় হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি গলিতে বিদ্যালয় এবং প্রত্যেক ঘরে ছাত্রাবাস। পুরাণে বর্ণিত কাশী নয় আজ মোক্ষের নগরী/বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ পুরাণে বর্ণিত কেবল বিশ্বনাথ ভিন্ন নয় এখানে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি উচ্চ শৈক্ষণিক সংস্থান রয়েছে যেখানে দূর দূর থেকে বিদ্যার্থীগণ পড়তে আসে।

গ্রন্থা ন যস্যাং ললিতকলানাম্ অত্র বিজ্ঞানময়া হি কোষাঃ।
গ্রন্থালয়ানুজিতেন যস্যাং স্বয়ং প্রকাশা বিবুধা ন কেহপি ॥২৭॥

অনুবাদ :- এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে শুধু মাত্র দুর্লভ গ্রন্থই নেই কিন্তু এমনকি আচার্যগণ এক একজন গ্রন্থালয় সদৃশ। আচার্যগণ স্বয়ং বিজ্ঞানময়কোষ অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ বিশিষ্ট, যাঁদের অন্তঃকরণে গ্রন্থালয় রয়েছে। অর্থাৎ এমনকি আচার্যগণ প্রকৃত বিদ্যার অধিকারী বিদ্বান।

সাধুং ধনং যত্রধনং পরার্থং বিশ্বেশপূজৈব হি যত্র সৌখ্যম্।
যস্যেশ্বরনাম্নি ভবন্তি বেদাঃ স্মৃতঃ প্রমাণান্তরবন্দ্যবেদাঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ :- সৎ ধন এখানে সবচেয়ে বড় সম্পদ, মহাদেবের পূজা এখানে সবচেয়ে বড় সুখ, বেদ যাঁর নামের বর্ণনা অন্তরে ধারণ করে থাকে (গুণকীর্তন করে), ঐ স্মৃতঃ প্রমাণসমূহ বিশ্বনাথ সর্বদা এখানে বিরাজমান।

অদ্যাপি বিশ্বেশ্বর এব রাজা মাতান্নপূর্ণৈব হি যস্য কোষঃ।
উৎকর্ষসীমা খলু যস্য রাজ্যে কোষঃ স্বয়ং যদ্ বৃন্দেত্যত্র ভিক্ষুম্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ : বিশ্বেশ্বর ই এখানকার রাজা, মাতা অন্নপূর্ণা তাঁর অন্নভাণ্ডার, এই রাজ্যের সীমা নিরন্তর উন্নতি অর্জন করে। এখানে ভিক্ষুকদের বরং সর্বদা কোষ-ই ধরে রেখেছে। অর্থাৎ এই নগরীতে সর্বত্র সমৃদ্ধি। সুখশালী-যুক্ত এখানে কোন ভিক্ষুক নেই।

আম্নায়েষু সর্বেষ্বনবচ্ছিন্নবিদ্বান্ গুরুর্কবীনাং কবিতা সুধাব্ধিঃ।
মহেশ্বরানন্দ সরস্বতী যাং সমালঙ্কৃতি স্ম সুমেরুবীথিম্ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ :- সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী, বিদ্বানদের অগ্রগণ্য, গুরুদের গুরু, কবিতারূপী অমৃতসাগর মহেশ্বরানন্দ সরস্বতী এই সুমেরুবীথিকে কিছুদিন সুশোভিত করেছেন।

মেরুর্যথা ভূমিধরাননেকান্ ভূমের্ধরান্ দিক্ষু বিদিক্ষু ধত্তে।
শিষ্যাংস্তথা যঃ প্রতিভানভোজো ধত্তে তমাং স্মরত নমস্যাদ্ধসিন্ধুন্॥ ৩১॥

অনুবাদ :- যেমন প্রকার সুমেরু পর্বত বিভিন্ন দিক থেকে ভূমিকে ধারণ করে তেমনি আচার্য করপাত্রীজী মহারাজ আগম শাস্ত্রাদি সাগরকে ধারণ করে প্রতিভাশালী ছাত্ররূপী সাগরকে ধারণ করতেন। অর্থাৎ তাঁর অনেক শিষ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে জ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশিত করতেন।

গুরুস্তদীয়ঃ করপাত্রভিক্ষুঃ সনাতনো ধর্ম ইবাপ্তদেহঃ।
প্রজ্ঞাবিভূত্যা সললাটনেত্রস্ত্রিলোচনো যত্র বভূব সাক্ষাৎ॥ ৩২॥

অনুবাদ:- তাদের গুরু স্বামী করপাত্রীজী মহারাজ এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যার শরীরে সনাতন ধর্ম বাস করত। সনাতন ধর্ম সম্পন্ন দীপ্ত করপাত্রীজী মহারাজ নিজ প্রজ্ঞারূপী বিভূতির কারণে সাক্ষাৎ ত্রিলোচন ছিলেন।

বেদার্থশাস্ত্রার্থবিশুদ্ধসত্ত্বঃ নিত্যং নৃলোকানুবিধিৎসুরস্য।
শ্রীতলসোদ্ধরণায় যস্যাং মহাবরাহস্ত্ববতেরুরিব সন্তঃ॥ ৩৩॥

অনুবাদ :- করপাত্রীজী মহারাজ বেদ-বেদাঙ্গ শাস্ত্রের রহস্যকে মানুষকে জ্ঞাত করবার জন্য পৃথিবীর ভার বহন করার জন্য পৃথিবীতে মহাবরাহ (ভগবান বিষ্ণুর অপর অবতার) রূপে অবতরণ করেছেন।

অস্যাং পুরাস্তবাসৃত বিপ্রবংশে লক্ষ্মীর্বিলক্ষীকৃতবৈরিবংশাৎ।
সৌশীলবর্তীতি প্রথিতাভিধানা স্বাতন্ত্র্যলক্ষ্যা প্রথমেহভিধানা॥ ৩৪॥

অনুবাদ:— ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন লক্ষ্মী (সমুদ্রপুত্রী লক্ষ্মী)র-

বিখ্যাত বিমল মন্ত্রিবংশে উৎপন্ন ঝাঁসীরানী লক্ষ্মীবাঈ নামে লক্ষ্মী স্বাধীনতা সংগ্রামের কাশী থেকে সর্বপ্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

টৌঁটেতি নাম্না পিতুরঙ্কশয্যাং যা বৈ কাশ্যাং রুরুচে হরিণাক্ষী।
হিমাচলোৎসঙ্গে নিষণ্ণা ত্রিলোককান্তা শিশুপার্বতীব ॥ ৩৫ ॥

<u>অনুবাদ</u> — এই কাশীতে টৌঁটা নাম্নী লক্ষ্মীবাঈ নিজ পিতার কোলে এমন ভাবে লালিত পালিত হয়েছিলেন যেমন ভাবে সুন্দরী ত্রিলোককন্যা শিশু পার্বতী নিজ পিতা হিমালয়ের কোলে লালিত পালিত হয়েছিলেন।

বৈদেশিকানাং স্খলনায় ভূমীভৃতাং স্বতন্ত্রাং বিশিখাশনানাম্।
যা নির্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাৎ সৌদামনীব দ্যুতলাৎ পতন্তী ॥ ৩৬ ॥

<u>অনুবাদ</u> :- অত্যাচারী ইংরেজ থেকে নিজরাজ্যকে বাঁচানোর জন্য, ইংরেজদের অধীনতা না স্বীকার করা লক্ষ্মীবাঈকে বিধাতা যত্ন সহকারে বানিয়ে ছিলেন। ঐ লক্ষ্মীবাঈ দ্যুলোক থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের ন্যায় ইংরেজদের উপর আক্রমন করেছিলেন।

যা দেহমাত্রেণ বভূব নারী চিত্তেন শৌর্য্যকথানেন কিন্তু।
বীরব্রতিভূম্নি প্রবলং নরক্ষুং তস্যাং বোভঞ্জার লোলামকার্ষুঃ ॥ ৩৭ ॥

<u>অনুবাদ</u> :- রানী লক্ষ্মীবাঈ কেবলমাত্র দেহদ্বারাই নারী ছিলেন, তাঁর হৃদয় শৌর্যকামী পুরুষত্ব যুক্ত। অর্থাৎ তিনি শৌর্যশালী, পরাক্রমশালী ছিলেন। যাঁর সমান অনেক শৌর্যদ্বারা বীরগাথার উদাহরণস্বরূপ হয়েছেন।

অস্সীতি ঘট্টঃ স ভুবং প্রশস্যো মঠে গণেশস্য বদন্তিকলগ্নে।
কাশীংবদং নিজমাতৃভূমিস্নেহাতিশীতিঃ খলু সাতু লক্ষ্মী ॥৩৮॥

অনুবাদ :- বেনারসের অস্সীঘাট অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, যেখানে গণেশের মন্দিরে রাণী লক্ষ্মীবাঈ বিরাজমান, যাঁর আপন মাতৃভূমি হেতু স্নেহশতিশয়তা প্রসিদ্ধ।

তাং বালব্যাঘ্রীমিব লেলিহানাং দূতীং পিতস্যেব করালবৃত্তিম্।
মাতা যশোদেব মহানুভাবমলালয়ত সাধ্বী সিনী তদম্বা ॥৩৯॥

অনুবাদ :- যেমন ভাবে মাতা যশোদা আপন মহানুভবতার সঙ্গে কৃষ্ণকে লালন-পালন করেছিলেন, তেমন ভাবে পতিব্রতা তদম্বা- লক্ষ্মীবাঈ-এর জীভ লেলিহান ভয়ংকর পিতৃদূতী সদৃশ। বালব্যাঘ্রির সমান করাল সদৃশ, তিনি দত্তক পুত্রকে লালন-পালন করেছিলেন।

বাৎসল্যবারামতিবাহ্য তস্যাং বপুর্বভাভস্য আদি প্রকাশা।
আকর্মলক্ষ্মীঃ প্রতিবালললীলং শ্রীমর্মদামিব মেকলাদেঃ ॥৪০॥

অনুবাদ :- যেমন স্রোতে নর্মদার তীর (তীরের তৃণ জল) দিয়ে যেমন কে লালন পালন করে— প্রেম সহকারে ঠিক সেরূপ লক্ষ্মীবাঈ আপন দত্তক পুত্রের প্রতি বাৎসল্যের ধারা প্রবাহিত করে নিজ পতির মন জয় করে নিয়েছিলেন।

পিতেতি যাং নো পিতরৌ বয়স্কৌ প্রাজ্ঞোয়েতাং তনয়া কদাপি।
স্যৌ কিন্তু যামাসতুরাস্তভেং দিষ্ট্যানুভবো ননু নৌ কৃতার্থৌ ॥৪১॥

অনুবাদ :- দুঃখী মাতা-পিতা সন্তান না হওয়ার কারণে অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন, নিশ্চিত রূপে কন্যা সন্তান জন্মানোতে তাঁরা অত্যন্ত সুখী হয়েছিলেন।

পুত্রী হিমাদ্রের্ন সতীমুমেতি রেবাং ন যদ্বেত্তি চ মেকলাদ্রিঃ।
ততস্তদীয়ঃ পরমাত্মিকাং তং লক্ষ্মীরিতি ব্যাহরতি স্ম বীরঃ ॥৪২॥

অনুবাদ :- যেমন ভাবে বীর-সম্রাট পিতা হিমালয় নিজ কন্যাকে সতী, উমা, নর্মদা, রেবা মনে করতেন তেমনভাবে পরমদক্ষা যে তাঁর মাতা-পিতা লক্ষ্মী মনে করে সেরূপ ব্যবহার করতেন।

সা কল্পবল্লী বসুধাতলস্য সা কামধেনুর্মনুজালয়স্য।
চিন্তামণির্ভারতভাগ্যলক্ষ্ম্যা লক্ষ্মীর্যথার্থার্থমতে স্ম সঞ্জ্ঞাম্ ॥৪৩॥

অনুবাদ :- লক্ষ্মীবাঈ পৃথিবীর কল্পবৃক্ষ, মনুষ্য জাতির জন্য তিনি কামধেনু তথা চিন্তামণি-স্বরূপ, উনি তাঁর নাম সার্থক করেছিলেন, অর্থাৎ তাঁর ক্ষেত্রে ভাগ্যলক্ষ্মী নাম সার্থক।

শনৈঃ শনৈঃ সা ববৃধে হি নম্রাঙ্গী কোমলকহ্লারসরোরুহাভা।
প্রতিপ্রদেশে নবযৌবনাখ্যং বাসন্তিকং রাজ্যমথাবহারি ॥৪৪॥

অনুবাদ :- সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত অনিন্দ্যসুন্দরী ছিলেন লক্ষ্মীবাঈ, তিনি ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন, তিনি নবযৌবনাখ্যম্ বাসন্তিক সাম্রাজ্যে পদার্পণ করলেন। তাঁর নবযৌবন অত্যন্ত মনোরম এবং চিত্তাকর্ষক ছিল।

কুমার এষোঽথবা কুমারিকা বক্তুং ন নিশ্চেতুমশাকি বিজ্ঞৈঃ।
নিরীক্ষ্য তাং রত্নজাতং নু পুর্যাঃ প্রোৎসাহমারোহাদিতভাগ্যলক্ষ্মীম্ ॥৪৫॥

অনুবাদ :- প্রথম তাঁকে দেখে তিনি কুমার না কুমারী তা নিশ্চিত করতে পারতেন না বিদ্বজ্জন, পরে তাঁর অলৌকিক শরীরের লাবণ্য দেখে নিশ্চিত করতেন যে ইনি কন্যারত্ন।

———— ০ ————

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১। চৈতন্য, ডাঃ অরুনা কুমারী — "অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য কা কাব্যশাস্ত্রীয় অধ্যয়ন."

২। উপাধ্যায়, বলদেব — 'আধুনিক সংস্কৃত নাটক'

৩। পান্ডে,' ডাঃ ত্রিলোকচন্দ্র 'আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য সঞ্চয়ন" বিদ্যানিধি প্রকাশন.

৪। দাধীচ, রামকুমার, 'আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যেতিহাস." হংসা প্রকাশন, জয়পুর, 2018.

৫। কুমারী, মৈত্রেয়ী, 'আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য', অমরভারতী প্রকাশন, দিল্লী, 2019.

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে 'সনাতন' কবি কে?

২। 'স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্' মহাকাব্যের বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

৩। 'স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্' যথার্থ মহাকাব্য কিনা বিচার কর।

৪। কবি রেবা প্রসাদ দ্বিবেদীর জীবনী ও রচনাশৈলী সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। 'স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্' মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

৬। রানী লক্ষ্মীবাঈ এর জীবনচরিত আলোচনা কর।